

দানযিলেৰে পুস্তক - নম্বৰ ষাট

দানযিলেৰে প্ৰাৰ্থনা এবং অষ্টম রাজ্যৰে রহস্য: শেষে সময়ৰে এক উদ্ঘাটন

Jeff Pippenger

2024-01-24

প্ৰকাশতি বাক্য গূৰন্থৰে সতৰো ও আঠাৰো অধ্যায়ে একজন স্বৰ্গদূত যোহনৰে কাছে পোপতন্ত্ৰৰে বচিৰৰে দৰ্শন নযি়ে আসে। তার চূড়ান্ত বচিৰৰে ববিৰণে বাইবলেৰে ভবিষ্যদ্বাণীৰ রাজ্যসমূহ উপস্থাপতি হয়ছে।

আৰ এখনে সেই মন, যার মধ্যে প্ৰজ্ঞা আছে। সেই সাতটি মিস্তক সাতটি পিবত, যার উপর স্ত্ৰীলোকটি বসে আছে। এবং সখোনে সাতজন রাজা আছে: পাঁচজন পততি হয়ছে, একজন আছে, আৰ অন্যজন এখনো আসে ন; আৰ যখন সে আসবে, তখন তাকে অল্পকাল স্থরি থাকতে হবে। আৰ যে পশুটি ছিলি, এবং নই, সেও অষ্টম; তবুও সে সেই সাতজনৰে মধ্য থকেই, এবং ধ্বংসৰে দকি়ে যায়। প্ৰকাশতি বাক্য 17:9-11।

যোহনকে আধ্যাত্মিকভাবে ১৭৯৮ সালে নযি়ে যাওয়া হয়ছিলি, যখনে তাকে জানানো হয় যে পোপীয় নারীকে বহনকারী পশুটির সাতটি মাথা ছিলি সাতজন রাজা। বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে একজন রাজা মানে একটি রাজ্য, এবং একটি রাজ্যও একটি মাথা হিসেবে গণ্য। ১৭৯৮ সালে পাঁচটি রাজ্য পততি হয়ছিলি এবং একটি তখন শাসন করছিলি। সপ্তম একটি রাজ্য তখনও ভবিষ্যতৰে বযি় ছিলি, এবং তা দশজন রাজার দ্বারা প্ৰতিনিধিত্ব করা হয়ছিলি। তারপর যোহনকে জানানো হয় যে অষ্টম রাজ্যটি ছিলি পোপীয় পশু, যা সাতটিরই অংশ। পোপতন্ত্ৰ ছিলি পঞ্চম রাজ্য, এবং তা একটি প্ৰাণঘাতী ক্ৰত পয়েছিলি; ফলে যখন তার সেই প্ৰাণঘাতী ক্ৰত আৰোগ্য হবে, তখন এটি সাতটির মধ্যকার অষ্টম মাথায় পৰণিত হবে।

ড্যানযিলে অধ্যায় দুই-এ প্ৰথম চারটি রাজ্য হলো বাবলিন, মদি-পারস্য, গ্রীস এবং রোম। সেই চারটি বাস্তব রাজ্য চারটি আধ্যাত্মিক রাজ্যৰেও প্ৰতীক, এবং একত্ৰে তারা প্ৰকাশতি বাক্য সতৰোৰ আটজন রাজা, বা আটটি শিককে চহ্নিতি করে, কারণ যীশু সরবদা কোনো কছির শেষকে তার শুরু দযি়ে চিত্ৰিতি করেনে। ড্যানযিলে অধ্যায় দুই-এ বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীৰ রাজ্যগুলোৰ প্ৰথম উল্লেখ আছে, আৰ প্ৰকাশতি বাক্য সতৰো হলো শেষ; তাই তাডৰে মলি থাকা উচিত, কারণ ঈশ্বৰ কখনো পৰবিৰ্ততি হন না।

১৭৯৮ সালে পততি পঞ্চম রাজ্যটি ছিলি আধ্যাত্মিক বাবলি—পোপতন্ত্ৰ। ১৭৯৮ সালে যে ষষ্ঠ রাজ্যটি ক্ৰমতায় ছিলি, সেটি ছিলি দুই শতাব্দীৰ রাজ্য, যা মদীয় ও পারসীয়দৰে দুই শতাব্দীৰ রাজ্যৰে দ্বারা প্ৰতীকায়তি ছিলি। সপ্তম রাজ্য, যা দশ রাজা নযি়ে গঠতি, যারা ১৭৯৮ সালে এখনো আসনো, সেটি হল এক বশ্ব সরকার, যা গ্রিস দ্বারা প্ৰতীকায়তি ছিলি—মহান আলকেজান্ডারৰে এক বশ্ব সরকার। অষ্টম মাথা, যে সাতটিরই একজন ছিলি, সে-ই ছিলি পঞ্চম রাজ্য, যার একটি মরণঘাতী ক্ৰত ছিলি, তবু সেই মরণঘাতী ক্ৰত সৰে উঠলে আবার বঁচে উঠল।

মহাবশ্যেৰ বচিৰ রববিৰৰে আইন-সংকটৰে "ঘণ্টা"য় সংঘটিতি হয়; অৰ্থাৎ এটি এমন এক সময়কাল, যা যুক্তরাষ্ট্ৰৰে রববিৰৰে আইন প্ৰণয়নৰে মাধ্যমে শুরু হয়ে মানবৰে অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়া পৰ্যন্ত ইতিহাস জুড়ে চলতে থাকে। সেই "ঘণ্টা"—যা দানযিলে "এই রাজাদৰে দিনগুলো" হিসেবে চহ্নিতি—সে সময় ঈশ্বৰ তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন। সেই "ঘণ্টা"য়

পরবর্তী বৃষ্টিবর্ষণ হচ্ছিল।

"পরবর্তী বৃষ্টি তাদের উপর আসছে যারা শুচি—তখন সকলেই পূর্ববরে ন্যায্য তা গ্রহণ করবে।"

"যখন চারজন স্বর্গদূত ছেড়ে দেবে, খ্রিস্ট তাঁর রাজ্য প্রত্যাশা করবেন। যারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী সব করছেন, তাদের ছাড়া কেউই অন্তিম বৃষ্টি পাবে না।" Spalding and Magan, 3.

পরবর্তী বর্ষার বর্ষণ ক্রমবর্ধমান হয়, কারণ এটি বিচারের সঙ্কেত সঙ্কেতপূর্ণ, এবং বিচারও ক্রমবর্ধমান। মলিরাইটরা বুঝেছিল যে তারা ড্যানিয়ালে পুস্তককে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা মূর্তির পায়ে যুগে বাস করছে। তারা বিশ্বাস করত যে রোমই শেষে পার্থবি রাজ্য, এবং এতে তারা সঠিক ছিল, কিন্তু তাদের বোঝাপড়ায় সীমাবদ্ধতা ছিল।

'এই রাজাদের দিগন্ত' রোমের রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, কিন্তু তা পৌত্তলিক বা পোপীয় রোমের ইতিহাস নয়; তা আধুনিক রোমের ইতিহাস। মলিরাইটরা পৌত্তলিক ও পোপীয় রোমকে এক রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, এবং এভাবে তারা তাদের ধারণাকে সমর্থন দিতে ইজকেয়িলে পুস্তক থেকে যহি়দার শেষে রাজা (সদিকিয়াহ) সম্পর্কিত একটি অংশ ব্যবহার করেছিলেন।

আর তুমি, ইস্রায়লেরে অপবিত্র দুই রাজপুত্র, যার দনি এসে গেছে, যখন অধর্মেরে অবসান হবে, প্রভু ঈশ্বর এইরূপ বলেন: পাগড়ি খুলে ফলে, এবং মুকুট খুলে নাও; এটি আর আগের মতো থাকবে না; যে নাচি, তাকে উচ্চ কর, এবং যে উচ্চ, তাকে নাচি করো। আমি এটিকে উল্টে দেবে, উল্টে দেবে, উল্টে দেবে; এবং এটি আর থাকবে না, যতক্ষণ না সে আসে যার ন্যায্য অধিকার এটি; এবং আমি তা তাকে দেবে। ইজকেয়িলে ২১:২৫-২৭।

জদেকেয়ি়ার পর থেকে তিনিই রাজ্য "উল্টে দেওয়া" হবে, যা খ্রিস্টের দিকে নিয়ে যাবে—যাঁর শাসন করার "অধিকার" আছে। বাবিলি, মাদীয়-ফারস এবং গ্রিসি—সবই রোমের রাজ্য পর্যন্ত উৎখাত হবে; আর সেই চতুর্থ রাজ্যের ইতিহাস চলাকালীন খ্রিস্ট আসবেন এবং একটি রাজ্য স্থাপন করবেন। তিনি ঠিকি সটাই করেছিলেন।

যারা দ্রুত জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রহে ছিলেন তাদের রাজা সদিকিয়া। নবীদের মাধ্যমে প্রদত্ত সদাপ্রভুর পরামর্শ তিনি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, নবুখদনজেসারের প্রত্যাশিত কৃতজ্ঞতার ঋণ ভুলে, ইস্রায়লেরে সদাপ্রভু ঈশ্বরের নামে করা তাঁর গম্ভীর আনুগত্যের শপথ লঙ্ঘন করে, যহি়দার রাজা নবীদের বন্দিধে, নিজের উপকার করে বন্দিধে, এবং নিজের ঈশ্বরের বন্দিধেও বন্দিহে করলেন। নিজের জ্ঞানের অহংকারে তিনি সাহায্যের জন্য ইস্রায়লেরে সমৃদ্ধির প্রাচীন শত্রুর দিকে ফিরে গেলেন, "তাঁর দূতদের মশিরে পাঠিয়ে, যাতে তারা তাঁকে ঘোড়া ও অনেকে লোক দিয়ে।"

'সে কি সফল হবে?'—এমন প্রশ্ন করলেন প্রভু, সেই ব্যক্তিকে নিয়ে যে এভাবে নীচভাবে প্রত্যেকে পবিত্র আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; 'এমন কাজ যে করে, সে কি রক্ষা পাবে? নাকি সে চুক্তি ভেঙে মুক্ত পাবে? আমি জীবিত,—প্রভু ঈশ্বর বলেন,—নিশ্চয়ই যে রাজা তাকে রাজা করেছিলেন—যাঁর শপথকে সে তুচ্ছ করেছে এবং যাঁর চুক্তি সে ভেঙেছে—সেই রাজার যে স্থানে বাস, অর্থাৎ বাবিলনের মধ্যভাগে, সেখানেই সে মরবে। তার জন্য যুদ্ধে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও বৃহৎ দল-বল নিয়ে ফারাওও কিছুই করতে পারবে না: ... কারণ সে চুক্তি ভেঙে শপথকে তুচ্ছ করেছে—দেখে, সে তো নিজের হাত দিয়েই অঙ্গীকার করেছিল—এবং এই সব কাজ করেছে; সে রক্ষা পাবে না।' ইজকেয়িলে

১৭:১৫-১৮।

"ঐ 'অধার্মকি ও দুষ্টি রাজপুত্রেরে' জন্ম এসে পৌঁছেছিলি চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশেরে দনি। 'পাগড়া খুলে ফেলো,' প্রভু আদর্শে করলনে, 'আর মুকুট খুলে নাও।' খ্রিস্ট স্বয়ং তাঁর রাজ্য স্থাপন না করা পর্যন্ত, যহিঁদাকে আবার রাজা দেওয়া হবে না। 'আমি এটিকি উলটে দেবে, উলটে দেবে, উলটে দেবে,' দাউদ-বংশেরে সিংহাসন সম্পর্কে ছিলি এই ঐশ্বরকি আদর্শে; 'আর এটি আর থাকবে না, যতক্ষণ না তিনি আসনে যার অধিকার এটি; এবং আমি তা তাঁকেই দেবো।' ইজকেয়িলে ২১:২৫-২৭।" ভবিষ্যদ্বক্তারা ও রাজারা, ৪৫০, ৪৫১।

মলিার সঠিকি ছিলি, কিন্তু তাঁর বোঝাপড়া সীমিত ছিলি; কারণ খ্রিস্ট যখন মানুষেরে মধ্যে চলাফেরা করতনে, তখন তিনি যি রাজ্য স্থাপন করছিলি, তা চূড়ান্ত পার্থবি রাজ্য ছিলি না। পৌত্তলকি রোমেরে রাজ্যেরে পরও আরও চারজন রাজা আসার কথা ছিলি। তবু খ্রিস্ট করুশে "অনুগ্রহ"-এর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিলি, কিন্তু সেই রাজ্য "প্রকাশিত বাক্য" সতরেরে দশ রাজাদেরে যুগে স্থাপিত হয়নি, আর "শেষে বৃষ্টি"-র সময়ও তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শেষে দনি খ্রিস্ট যি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করনে, সটোই তাঁর "মহিমি"-র রাজ্য। সিস্টার হোয়াইট এই দুই রাজ্য সম্পর্কে সরাসরিকি কথা বলছেন।

মলিারাইটার বুঝছিলি যি চতুর্থ রাজ্যেরে ইতিহাসকালে খ্রিস্ট একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিলি, এবং তারা এতে সঠিকি ছিলি, তবে তাদেরে বোঝাপড়া সীমাবদ্ধ ছিলি। চতুর্থ রাজ্যেরে ইতিহাসে খ্রিস্ট "অনুগ্রহ"-এর রাজ্য স্থাপন করছিলি, এবং অষ্টম রাজ্যেরে ইতিহাসে তিনি তাঁর "মহিমি"-র রাজ্য স্থাপন করছিলি। যি ইতিহাসে তিনি "অনুগ্রহ"-এর রাজ্য স্থাপন করছিলি, সেই সময় পেন্টেকেস্টে পবতির আত্মা ঢলে দেওয়া হয়েছিলি। পেন্টেকেস্টে "পরবর্তী বৃষ্টি"-র বর্ষণেরে প্রতীক, সেই ইতিহাসে যখন তিনি তাঁর "মহিমি"-র রাজ্য স্থাপন করনে।

পেন্টেকেস্টেরে বার্তা ছিলি খ্রিস্টেরে আক্সরকি পুনরুত্থানেরে বার্তা। পরবর্তী বৃষ্টির বার্তা, অন্তত আংশকিভাবে, হল প্রতীকী পুনরুত্থানেরে বার্তা, যা 'সাতেরে মধ্যে অষ্টম সত্তা' সম্পর্কে ভাববাদী ধাঁধা এবং ভূমির পশুর দুই শিং দ্বারা প্রতীকায়িত; ওই অষ্টম সত্তা পশুর মধ্যই পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থ ও অষ্টম রাজ্যই খ্রিস্ট তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করনে।

প্রভুর নামে শিষ্যরা যি ঘোষণা করছিলি, তা প্রতিটি বিষয়ে সঠিকি ছিলি, এবং যসেব ঘটনার দিকে তা ইঙ্গিত করছিলি, সগেলো তখনই ঘটছিলি। 'সময় পূর্ণ হয়েছে, ঈশ্বরেরে রাজ্য নিকটে এসছে,'—এটাই ছিলি তাদেরে বার্তা। নর্দিস্ট 'সময়'—দানিয়লে ৯-এর উনসত্তর সপ্তাহ, যা 'অভিকিত' মশীহেরে আগমন পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার কথা ছিলি—এর অবসানে, ইয়র্দানে যোহনেরে দ্বারা বাপ্তিস্মেরে পর খ্রিস্ট আত্মার অভিকি গ্রহণ করছিলি। আর যি 'ঈশ্বরেরে রাজ্য' তারা নিকটে এসছে বলে ঘোষণা করছিলি, তা খ্রিস্টেরে মৃত্যুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলি। এই রাজ্যটি, তারা যমেন বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছিলি, তমেন কোনো পার্থবি সাম্রাজ্য ছিলি না। তদুপরি এটি সেই ভবিষ্যৎ, অবনিশ্বর রাজ্যও ছিলি না, যা প্রতিষ্ঠিত হবে যখন 'সমগ্র আকাশেরে নীচে রাজ্য ও আধিপত্য, এবং রাজ্যেরে মহত্ত্ব, সরবোচ্চেরে সাধুগণেরে জনগণকে দেওয়া হবে;' সেই চরিস্থায়ী রাজ্য, যখন 'সমস্ত অধিপত্যসমূহ তাঁকে সোবো করবে ও তাঁকে মান্য করবে।' দানিয়লে ৭:২৭। বাইবেলে ব্যবহৃত রূপে, 'ঈশ্বরেরে রাজ্য' কথাটি অনুগ্রহেরে রাজ্য ও মহিমির রাজ্য—উভয়কই নর্দিশে করতে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুগ্রহেরে রাজ্যটি ইব্রুদেরে প্রতিপিতরে পাউলোস উপস্থাপন করছেন। আমাদেরে দুর্বলতার অনুভূতিতে 'স্পর্শিত' সহানুভূতশীল মধ্যস্থতাকারী খ্রিস্টেরে দিকে ইঙ্গিত করার পর, প্রেরিত বলনে: 'অতএব

আসুন আমরা সাহসরে সঙ্গে অনুগ্রহের সংহাসনের কাছে যাই, যাতো আমরা দয়া লাভ করি এবং অনুগ্রহ পাই।' হব্রু ৪:১৫, ১৬। অনুগ্রহের সংহাসন অনুগ্রহের রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে; কারণ সংহাসনের অস্তিত্ব কোনো রাজ্যের অস্তিত্বকে সূচি করে। তাঁর বহু উপমায়ে খ্রিস্ট 'স্বর্গের রাজ্য' কথাটি ব্যবহার করছেন মানুষের হৃদয়ে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের কার্যকে নির্দেশে করত।

সুতরাং গৌরবের সংহাসন গৌরবের রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং এই রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে উদ্ধারকর্তার কথায়: 'যখন মনুষ্যপুত্র তাঁর গৌরবে আসবেন, এবং সমস্ত পবিত্র স্বর্গদূতরো তাঁর সঙ্গে থাকবে, তখন তিনি তাঁর গৌরবের সংহাসনে বসবেন; এবং তাঁর সামনে সমস্ত জাতিসমবতে হবে।' মথি ২৫:৩১, ৩২। এই রাজ্য এখনও ভবিষ্যতের বিষয়। খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত এটি স্থাপিত হবে না।

মানুষের পতনের পরপরই, দোষী মানবজাতির উদ্ধারের জন্য পরিকল্পনা প্রণীত হলে, কৃপার রাজ্য প্রবর্তিত হয়েছিল। তখন এটি ঈশ্বরের অভিপ্ৰায় ও প্রতশ্রুতিতে বিদ্যমান ছিল; এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ তার প্রজা হতে পারত। তবু খ্রিস্টের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা বাস্তবে প্রতষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীতে তাঁর দায়িত্ব পালন শুরু করার পরও, ত্রাণকর্তা মানুষের জেদে ও অকৃতজ্ঞতায় ক্লান্ত হয়ে ক্যালভারি বলথিকে পছন্দ হতে পারতেন। গণ্যমান্য দুঃখের পয়লা তাঁর হাতে কাঁপছিল। তখনও তিনি কিপালের রক্ত-ঘাম মুছে দোষী মানবজাতিকে তাদের অধর্মে ধ্বংস হতে ফলে রাখতে পারতেন। তিনি যদি তা করতেন, পতন মানুষের জন্য কোনো উদ্ধার থাকত না। কিন্তু যখন ত্রাণকর্তা তাঁর প্রাণ সমর্পণ করলেন এবং শেষে নিশ্বাসে উচ্চারণ করলেন, 'সম্পন্ন হয়েছে', তখন উদ্ধারের পরিকল্পনার পরিপূর্ণতা নিশ্চিত হলো। এদানে পাপী যুগলকে দেওয়া পরিত্রাণের প্রতশ্রুতি দৃঢ়ীকৃত হলো। কৃপার রাজ্য, যা পূর্বে ঈশ্বরের প্রতশ্রুতির দ্বারা বিদ্যমান ছিল, তখন প্রতষ্ঠিত হলো।

অতএব খ্রিস্টের মৃত্যু—যে ঘটনাক্রমে শিষ্যরা তাদের আশার চূড়ান্ত ধ্বংস বলে মনে করত—সেটাই তাদের আশাকে চরিতরে সুনিশ্চিত করেছিল। যদিও তা তাদের জন্য এক নরিমম হতাশা এনেছিল, তবু সেটাই ছিল তাদের বিশ্বাস সঠিক ছিল—এর সর্বোচ্চ প্রমাণ। যে ঘটনা তাদের শোক ও নরাশায় পূর্ণ করেছিল, সেটাই আদমের প্রতটি সন্তানের জন্য আশার দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল, এবং তাতেই সব যুগে ঈশ্বরের সকল বিশ্বাসীদের ভবিষ্যৎ জীবন ও চরিত্রন সুখ কন্দ্রীভূত ছিল।

অসীম করুণার উদ্দেশ্যগুলি, শিষ্যদের হতাশার মধ্য দিয়ে, তাদের পরিপূর্ণতায় পৌঁছে যাচ্ছিল। যিনি 'যেমন করে কখনো কোনো মানুষ বলনেতিমেন' কথা বলেছিলেন, তাঁর শিষ্যের দ্বীয়ে অনুগ্রহ ও শক্তিতে তাদের হৃদয় জয় হয়েছিল বটে; কিন্তু যিশুর প্রতটি তাদের প্রমেরে বিশুদ্ধ সোনার সঙ্গে মিশে ছিল জাগতিক গরব ও সবার্থান্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিকৃষ্ট সংকর ধাতু। পাসওভারের কক্ষণে, সেই গম্ভীর সময়ে যখন তাঁদের প্রভু ইতিমধ্যেই গণ্যমান্যের ছায়ায় প্রবশে করছিলেন, তখনও তাঁদের মধ্যে 'কলহ' হয়েছিল, তাদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হবে। লুক ২২:২৪। তাদের দৃষ্টিভরে ছিল সংহাসন, মুকুট ও মহিমায়, অথচ তাদের চোখের সামনেই ছিল উদ্যানের লজ্জা ও যন্ত্রণা, বচিরালায়, ক্যালভারের ক্রুশ। তাদের হৃদয়ের অহংকার, জাগতিক গৌরবের তৃষ্ণাই তাদেরকে তাদের সময়ের মথিয়া শিষ্যকে এমন জেদে আঁকড়ে ধরতে প্ররোচিত করেছিল, এবং ত্রাণকর্তার সেই বাক্য—যা তাঁর রাজ্যের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়েছিল এবং তাঁর যন্ত্রণা ও মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করেছিল—তারা অগ্রাহ্য করেছিল। আর এই ভুলগুলোর ফলেই এল পরীক্ষা—তীক্ষ্ণ, কিন্তু প্রয়োজনীয়—যা তাদের সংশোধনের

জন্যই অনুমোদিত হয়েছিল। শশ্বিরী যদগু তাদরে বার্তার অর্থ ভুল বুঝেছিল এবং তাদরে প্রত্যাশা পূরণ হতে দেখেনি, তবু তারা ঈশ্বরকে দোষে সতর্কবাণী প্রচার করেছিল, এবং প্রভু তাদরে বিশ্বাসের পুরস্কার দেনে ও তাদরে আজ্ঞাপালনকে সম্মানিত করবেন। সমস্ত জাতের কাছে তাঁদের পুনরুত্থিত প্রভুর মহিমাময় সুসমাচার ঘোষণা করার কাজ তাদরেই হাতে ন্যস্ত করা হওয়ার ছিল। এই কাজেরে জন্য তাদরে প্রস্তুত করতই যে অভিজ্ঞতা তাদরে কাছে এত তর্কিত মনে হয়েছিল তা অনুমোদিত হয়েছিল। দ্য গ্রটে কন্ট্রোলভার্স, ৩৪৭, ৩৪৮।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে, "জ্ঞানসম্পন্ন মন" "একজন মানুষের সংখ্যা" গণনা করে, এবং অনুধাবন করে যে "সে মানুষ"ও অষ্টম রাজ্য—যা সাতটির মধ্য থেকেই এসেছে। "পাপের মানুষ" সেই অষ্টম রাজ্যের প্রধান, যে রাজ্য পৃথিবীর রাজা ও বণকদের উপর শাসন করে; নরিয়াতনের লাঞ্ছনা এড়াত সাতটি গিরিজা যাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, এবং যনি বিহু জলের উপর আসীন।

আর তনি আমাকে বললেন, তুমি যে জলসমূহ দেখেছিলে, যখনে সেই বশেষা বসে আছে, সেগুলো হল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বপিল জনতা, নানা জাত ও ভাষা। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৫।

"পাপের মানুষ" রাজনৈতিক, মৌদ্রিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জগতের উপর শাসন করে, এবং সকল মানুষের উপরও—তবে তাদরে বাদে যারা পশু ও তার প্রতীমূর্তি, তার চহ্ন এবং তার নামেরে সংখ্যার উপর বজিয় অর্জন করেছে।

আর আমি দেখলাম, যনে আগুনের সঙ্গে মশিরতি কাঁচেরে এক সাগর; আর যারা পশুর উপর, তার মূর্তির উপর, তার চহ্নের উপর, এবং তার নামেরে সংখ্যার উপর বজিয় লাভ করেছিল, তারা ঈশ্বরেরে বীণা হাতে কাঁচেরে সেই সাগরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর তারা ঈশ্বরেরে দাস মৌশরি গান এবং মশেবাকেরে গান গাইছে, বলছে, 'হে সর্বশক্তিময় প্রভু ঈশ্বর, তোমার কাজগুলি মহান ও আশ্চর্য; হে সাধুদের রাজা, তোমার পথগুলি নিয়ম ও সত্য।' প্রকাশিত বাক্য ১৫:২, ৩।

যখন যশি খ্রিস্টেরে প্রকাশেরে সলিমোহর খোলা হয়, তখন "জ্ঞান বৃদ্ধি" বোঝা সেই "জ্ঞানীরা"ই হলেন তারা, যাদের "বুদ্ধি" আছে এবং যারা "পশুর সংখ্যা গণনা করে: কারণ সর্টি মানুষের সংখ্যা; এবং তার সংখ্যা ছয় শত ষাট ও ছয়।" ওই "বুদ্ধি" তনি-ধাপেরে পরীক্ষার প্রকরণের একটি অংশেরে প্রতিনিধিত্ব করে, যা যশি যখন কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর সলিমোহর খোলনে তখন সর্বদা ঘটবে। এই কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা "তার নামেরে সংখ্যা"-র ওপর "জয় লাভ করেছে"।

বজিয় অর্জন করা মানে একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, এবং যারা "জ্ঞানী" এবং "বুঝদার", তারা সংখ্যা ৬৬৬-সংশ্লিষ্ট সেই বজিয় লাভ করে, এবং পদটি আরও উল্লেখ করে যে আটটি রাজ্য আছে, এবং অষ্টমটি সাতটিরই অংশ। সেই "গোপন" বিষয়টি দানয়িলেরে গ্রন্থেরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ দানয়িলেরে প্রার্থনা ছিল "গোপন"টি বোঝার জন্য। আটটি রাজ্য আছে, অষ্টম রাজ্যটি সাতটিরই অংশ, এবং সেই রাজ্যেরে সংখ্যা ৬৬৬—এই প্রকাশই সেই গোপন কথা, যা দানয়িলেরে নিজেরে প্রার্থনার মাধ্যমে পেয়েছেন বলে দেখানো হয়েছে; এবং দানয়িলেরে ঈশ্বরেরে শেষে দিনগুলোর "জ্ঞানীদেরে" প্রতিনিধিত্ব করেন।

দানয়িলেরে শেষে সময়েরে 'জ্ঞানী'দেরে প্রতিনিধিত্ব করেন, যাদের কাছে দানয়িলেরে দ্বিতীয় অধ্যায়েরে সীল-খোলা রহস্য উন্মোচিত হয়েছে; আর সেই রহস্য হলো—বাইবলীয়

ভবষিষদ্বাণীতে রাজ্যসমূহের প্রথম ও শেষে উল্লেখ এই যে, মূর্তিতে আটটি রাজ্য রয়েছে। এই প্রকাশ দানয়িলের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে মলিরাইটদের বোঝাপড়াকে সমর্থন করে, কিন্তু একবার তা স্বীকৃত হলে দশ গুণ অধিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এর সেই দশগুণ দীপ্তি একটি পরীক্ষার প্রতীক, যট্টে 'জুঞ্জানীরা' বজ্র লাভ করে; কারণ যে অষ্টম রাজ্য সাতটির মধ্য থেকেই উদ্ভূত, সট্টেই আবার ষষ্ঠ রাজ্য, যা ড্রাগন, পশু ও মথিয়া ভাববাদের ত্রিবিধ ঐক্য। অতএব, ড্রাগন, পশু ও মথিয়া ভাববাদী—এরা সবাই মিলে সেই ষষ্ঠ রাজ্য, এবং একত্রে ৬৬৬-কে প্রতিনিধিত্ব করে।

দানয়িলে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রকাশের মাধ্যমে নবুখদনজের পরীক্ষিত হয়েছিল, এবং তিনি সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। দানয়িলে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দানয়িলে সেই 'জুঞ্জানীদের' প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা মূর্তির রহস্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে নবুখদনজের সেই দুষ্টিদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা ঠিক একই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। প্রথম রাজ্যের প্রথম রাজা হিসেবে নবুখদনজের শেষ রাজ্যের শেষ রাজাকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ফলে তিনি 'পাপের মানুষ', অর্থাৎ ভবষিষদ্বাণীর সেই মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যাকে সাতটি মণ্ডলী আঁকড়ে ধরে। মানুষ ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল, তাই ছয় সংখ্যাটি মানবজাতির সংখ্যা। নবুখদনজের সংখ্যা ছয়। নবুখদনজের ৬৬৬ সংখ্যার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, এবং শেষ দিনের দুষ্টিদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। পাপের মানুষের প্রতীক হিসেবে, তার সংখ্যা ছয়।

রাজা নবুখদনজের সোনার একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন, যার উচ্চতা ছিল ষাট হাত এবং প্রস্থ ছিল ছয় হাত; তিনি তা বাবিলের দূর সমতলভূমিতে স্থাপন করলেন। দানয়িলে ৩:১।

সোনার মূর্তিটি ছিল ষাট হাত উঁচু ও ছয় হাত চওড়া, এবং এটি তৈরি করেছিলেন নবুখদনজের, যার সংখ্যা ছয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূর্তির আলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে সেই মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছিল, এবং মূর্তিটির ত্রিবিধ বর্ণনা, যখন আপনি বুঝবেন যে নবুখদনজের সংখ্যা ছয়, তখন ছয়, ছয়, ছয়, ছয় সমান হয়।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

যার বাহিনীর সামনে পৃথিবীর জাতগুলো টকিত পানেন, সেই পরাক্রমশালী শাসকের মনে চরিস্থায়ী থাকবে এমন এক সাম্রাজ্য ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠার চিন্তা প্রবলভাবে সোড়া জাগাল। সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপর অহংকার থেকে জন্ম নেওয়া উদ্দীপনা নিয়ে, কীভাবে তা সাধন করা যায় সে বিষয়ে তিনি তাঁর জুঞ্জানীদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। মহা প্রতীমার স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত ঐশ্বরিক ব্যবস্থাপনার আশ্চর্য ঘটনাগুলো তিনি ভুলে গেলেন; আরও ভুলে গেলেন যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর দাস দানয়িলের মাধ্যমে সেই প্রতীমার তাৎপর্য স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবং যে ব্যাখ্যার সূত্রই রাজ্যের মহাপুরুষের লজ্জাজনক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল; নিজের ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া সবকিছু ভুলে গিয়ে, রাজা এবং তাঁর রাষ্ট্রপরিচালকরা স্থির করলেন যে সম্ভাব্য সব উপায়ে তাঁরা বাবিলকে সর্বোচ্চ হিসেবে মহিমাবতি করবেন এবং তাকে সর্বজনীন আনুগত্যের যোগ্য করে তুলবেন।

যে প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে ঈশ্বর রাজা ও প্রজাদের কাছে পৃথিবীর জাতসমূহের প্রতি তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন, সট্টেই এখন মানবশক্তির মহিমাবতিকরণে কাজে লাগানো হতে চলছে। দানয়িলের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বস্তুত করা হবে;

সত্যকে বকিতভাবে ব্যাখ্যা করে অপপ্রয়োগ করা হবে। মানুষের মনে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি উন্মোচনের জন্য স্বর্গপ্ৰণীত যৎ পরতীক, সটেই ব্যবহৃত হবে সেই জ্ঞানের প্রসার বাধাগ্রস্ত করতে, যা ঈশ্বর চান পৃথিবী গ্রহণ করুক। এইভাবে উচ্চাভিলাষী মানুষের কৌশলের মধ্য দিয়ে শয়তান মানবজাতির জন্য ঈশ্বরিক উদ্দেশ্য বানচাল করতে চাইছিল। মানবজাতির শত্রু জানত, ভ্রান্তহীন সত্য হলো এমন এক শক্তি যা উদ্ধার করতে পরাক্রমশালী; কিন্তু যখন তা আত্মমহিমাবিত্তিকরণ ও মানুষের পরিকল্পনা অগ্রসর করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তা অমঙ্গলের শক্তিতে পরণিত হয়।

নজিরে বপুল ধনভাণ্ডার থেকে নেবুখদনসের এক বিশাল স্বর্গমূর্তি নির্মাণ করালনে; দর্শনে যৎ মূর্তি দেখা গিয়েছিল, সামগ্রিক বিশেষ্ট্যে এর সঙ্গে তার মলি ছিল, তবে যৎ উপাদানে এটি তৈরি, সেই একমাত্র বিষয়ে ছিল ভিন্নতা। তাদের পৌত্তলিকি দেবদেবীর জাঁকজমকপূর্ণ প্রত্নিপরে সঙ্গে যৎমেন তারা অভয়সত ছিল, তবুও কালদীয়রা আগে কখনো এত প্রভাবশালী ও মহিমাবিত্তি কোনো দীপ্তমিয় মূর্তি নির্মাণ করনে—যার উচ্চতা ছিল ষাট হাত এবং প্রস্থ ছয় হাত। আর এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যৎ যৎ দেশে মূর্তিপূজা সর্বত্রই প্রচলতি ছিল, দুরার সমভূমতি বাবিলের গৌরব, জাঁকজমক ও শক্তির পরতীক সেই অপরূপ ও অমূল্য মূর্তিটি পূজার বস্তু হিসেবে উৎসর্গতি হলো। এ-অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হলো, এবং একটা ফিরমান জারি হলো যৎ উৎসর্গরে দনি সবাই মূর্তির সামনে নত হয়ে বাবিলীয় ক্ষমতার প্রত্নিতাদের সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রদর্শন করবে। নবী ও রাজারা, ৫০৪, ৫০৫।